R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
২৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৩০শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৪১৭।
১৭ই নভেম্বর ২০১০ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় মাটি মাফিয়ারা আইনকে আর তোয়াক্কা করে না

নিজস্ব সংবাদদাতা : জমি মাফিয়াদের দাপটে বর্তমানে অনেক জায়গায় সরকারী নিয়ম নীতির বালাই থাকছে না। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আমলাদের অসাধুতায় এরা রাতকে দিন করে দিচ্ছে। উমরপুরের 'সোনার বাংলা' হোটেলের মালিকের পক্ষে নাজেমা খাতুন ও মহঃ মেহেদী হাসান এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার এন.এইচ. সাবডিভিশন (VII) , ষ্টেট অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর সিভিল জজ প্রথম কোর্টে একটা টাইটেল স্যুট মামলা করেন (No.T.S.83/2007)। তাঁদের দাবী ২০০৫ সালে হোটেল চালুর পর থেকে নয়নজলির রাস্তা দিয়ে তারা চলাচল করতেন। তাদের জমির পূর্বতন মালিকও ঐ নয়নজলির রাস্তা ব্যবহার করতেন। কিন্তু বর্তমানে এন.এইচ. ডিভিশন তাদের চলাচলের পথ বন্ধ করে দিয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করেছে ইত্যাদি। সোনার বাংলা কর্তৃপক্ষের আবেদনমত বিচারক শ্রুতিরূপা ঘোষ ঐ সরকারী জায়গা দিয়ে ওদের যাতায়তের পক্ষে রায় দেন। (শেষ পাতায়)

ব্লক যুব কংগ্রেসের সভাপতি থানার মধ্যে শাসন চালাচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির বিষ্ণুডাঙ্গা গ্রামের জনৈক আরব সেখ বর্তমানে ঐ ব্লকের হোদাপন্থী কংগ্রেসের যুব সংগঠনের সভাপতি এবং সাগরদীঘি থানার প্রথম শ্রেণীর দালাল। তার জন্য নাকি থানায় পৃথক চেয়ার ও দুষ্টের দমনে আলাদা লাঠিরও ব্যবস্থা আছে। ধৃতদের মনপসন্দ না হলে বা আরবের সঙ্গে রফা না করলে তার বিপদ। থানার মধ্যেই শুরু হয়ে যায় আরবের তানসেনি। সাগরদীঘি পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রেখে আরবই ওখানে শেষ কথা। খবর, সম্প্রতি নওপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চরিত্রহীন প্রধান শিক্ষক গণেশ মণ্ডল আরবের স্মরণাপন্ন হয়ে গ্রামের লোককে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ অভিযোগ পেয়েও চুপ। সাগরদীঘি থানার মধ্যে আরব সেখের এই ধরনের দাদাগিরির খবর কোন রাজনৈতিক দলেরই অজানা নয়। পুলিশ সুপার এ ব্যাপারে কিছু জানেন কি ?

স্কুলের জায়গা দখল করে ঘর বানানো হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : মির্জাপুর হাই স্কুলের মাঠের প্রায় তিন কাঠা জায়গা দখল করে ঘর তুললেন ওখানকার জনৈক বিশ্বনাথ মণ্ডল। স্থানীয় যুব গোষ্ঠী এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও কোন বিহিত হয়নি। সম্প্রতি ম্যানেজিং কমিটির ভোট হলেও নাকি এখনও নতুন কমিটি দায়িত্ব না নেয়ায় পুরোনো কমিটির সম্পাদক গৌতম ঘোষ ওখানে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন এবং তাঁর প্রচ্ছন্ন মদতেই বিশ্বনাথ মণ্ডল বেআইনী কাজে উৎসাহ পাচ্ছেন বলে এলাকার মানুষের অভিযোগ। এর কোন প্রতিবিধান না হলে স্থানীয় যুবকদের একটা অংশ স্কুল মাঠের বাকি জায়গায় ক্লাব তৈরীর আর্জি জানায় প্রধান শিক্ষকের কাছে বলে জানা যায়।

সিপিএমের ভোট প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামনে বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে সিপিএমের ভোট প্রক্রিয়া নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে গেল। ১ থেকে ৭ নভেম্বর গণ সংযোগ সুদৃঢ় করতে প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী গিয়ে ৫.০০, ১০.০০, ২০.০০, ৫০.০০, ১০০.০০ টাকা কুপনে অর্থ সংগ্রহ চলে। পরবর্তীতে ১৯ থেকে ২৪ নভেম্বর জেঠা কর্মসূচীতে কেন্দ্রীয় সরকারের (শেষ পাতায়)

নন গেজেটেড পুলিশ কর্মীদের রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানায় গত ১৩ নভেম্বর পুলিশ কর্মচারী সমিতির নন গেজেটেড ইউনিয়নের রক্তদান শিবির হয়ে গেল। উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি পূর্ণিমা দাস। তিনি বলেন, মানুষের প্রয়োজনে রক্তদান পুলিশের সামাজিক কর্ত্তব্য। জেলা নন গেজেটেড সমিতির সভাপতি সমীর দে, এস.ডি.পি.ও. (শেষ পাতায়)

বিড়ি শ্রমিক ও টোব্যাকো শ্রমিক সংগঠনের ৩য় রাজ্য সম্মেলন হয়ে গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরওয়ার্ড ব্লকের অনুমোদিত বিড়ি শ্রমিক এ্যাণ্ড টোব্যাকো শ্রমিক সংগঠনের ৩য় রাজ্য সম্মেলন হয়ে গেল ধুলিয়ানের পৌরসভা লজে গত সপ্তাহে। প্রায় ২০০ প্রতিনিধি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে যোগ দেয় সম্মেলনে। উপস্থিত ছিলেন নরেন চ্যাটার্জী, বিভাস চক্রবর্তী, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। প্রকাশ্য সভায় নরেন চ্যাটার্জী বলেন, বর্তমানে একদিকে দ্রব্য মূল্যের আকাশ ছোঁয়া দাম, (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৪১৭

।। অধিকারের মধ্যেই ।।

আজকাল বিভিন্ন স্তরের – সরকারী বা বেসরকারী, কর্মচারীদের নানা সংগঠন রহিয়াছে। এই সব সংগঠন সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নানা স্বার্থে কাজ করিয়া থাকে। চাকুরির নিরাপত্তা, আর্থিক প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে সংগঠনগুলি হইতে সদস্যদের জন্য বিভিন্ন দাবী জানানো হয় এবং ঐ দাবী পূরণে আন্দোলনও করিতে হয়। অতএব কর্মচারী সংগঠনগুলি যাহাতে উপযুক্তভাবে কাজকর্ম চালাইতে পারে, তাহার জন্য প্রতি সংগঠনের পরিচালকদের বিস্তার চিন্তাভাবনা করিতে হয়। সুতরাং সংগঠনের কাজ ও আন্দোলন চালাইবার জন্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সময়ের প্রয়োজন অবশ্যই হয়।

খবরে প্রকাশ, আন্দোলনের স্বার্থে ও সংগঠন চালাইবার জন্য নেতাদিগকে অফিসে কাজ করিতে করিতে অফিস ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। কখনও বা হাজিরা বহিতে উপস্থিতির সহি দিয়া তাঁহারা চলিয়া যান এরং সংগঠনের কাজ করেন। সরকারী অফিসগুলিতে ইহার ফলে গুরুত্বপূর্ণ অনেক টেবিলে ফাইলের স্তূপ জমা হয়; এইগুলির কাজ শেষ করা বেশ সময়সাপেক্ষ হইয়া পড়ে। আর তাহার জন্য নানা প্রকল্পের কাজ যথেষ্ট ধীর গতি পায় ; দেশের ও জনসাধারণের স্বার্থে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটে। এইজন্য অফিস চলাকালীন কাজ কামাই করিয়া আন্দোলন এবং সংগঠনের কাজ করা অধিকারের মধ্যে পড়ে না বলিয়া অনেকে মনে করেন এবং তাই তাঁহারা সরকারী কর্মীসংগঠন (কো-অর্ডিনেশন কমিটি) এর এবংবিধ ক্রিয়াকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন।

প্রকাশিত খবর হইতে জানা যায় যে, বর্ধমান শহরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির (বর্ধমান জেলা) সম্পাদক নাকি বলিয়াছেন যে, আন্দোলন ও সংগঠনের কাজের স্বার্থে অফিসে হাজিরা দিয়া অফিস ছাড়িয়া নেতারা চলিয়া যাইতে পারেন ; ইহা তাঁহাদের অধিকারের মধ্যেই পড়ে। আরও জানা গেল যে, অফিসে হাজিরা দিয়া অফিস ছাড়িয়া গিয়া সংগঠনের কাজ অথবা আন্দোলন চালানোর জন্য কর্ম-সংস্কৃতি নষ্ট হয় বলিয়া যে কথা শুনা যায়, তাহাতে কো-অর্ডিনেশন নেতাদের অভিমত এই যে, অফিসারেরা দেরী করিয়া অফিসে আসেন এবং ছুটি না হইতেই অফিস ছাড়িয়া চলিয়া যান। তাই তাঁহারাই প্রকৃত কর্ম-সংস্কৃতি নষ্ট করেন।

সকাল দশটা হইতে বৈকাল সাড়ে পাঁচটা অফিসে কাজের সময়। জলযোগের জন্য আধঘণ্টা ছাড়। সুতরাং সাত ঘন্টা কাজ করা প্রয়োজন। সপ্তাহে শনি ও রবিবার অফিস ছুটি। তাই এই দুইটি দিন সংগঠনের কাজ করা যায়। আর সরকারীভাবে ছুটি লইয়া আন্দোলনের কাজ চালান যাইতে পারে। অবশ্য ইহার প্রতিবাদ অনিবার্য। অফিসে আসিয়া অফিস ছাড়িয়া যাইবার অনুমতি পাওয়া আইনসিদ্ধ নহে। কিন্তু কো-অর্ডিনেশন নেতাদের অনেকেই মনে করেন যে, নেতাদের ক্ষেত্রে অফিসে হাজিরা দিয়া সংগঠনের কাজ ও আন্দোলন করার জন্য অফিস হইতে ছাড় পাওয়া তাঁহাদের অধিকারের মধ্যে পড়ে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কারণ বক্তা ও শ্রোতা আজিকার জমানায় সুদুর্লভ।

মানুদার প্রস্থান

— চিত্ত মুখোপাধ্যায়

চলে গেলেন মানুদা, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। দুঁদে ব্যারিষ্টার। চালচলনে, ইংরেজী উচ্চারণে, আদব কায়দায়, পোশাকে, প্রায় ক্ষেত্রেই যিনি বিলিতি ঘরাণার মানুষ। লম্বা, লালচে-ফরসা। বুদ্ধবাবুর মতই সেন্টিমেন্টের বশে বাস্তবতা বাদ দিয়ে উল্টোপাল্টা বলা, ক্রোধী এবং আইনের জগতে অবাধ বিচরণ। প্রশাসকের জনপ্রিয় না হলেও দৃঢ় এবং বুদ্ধিদীপ্ত মানুষটা কেন্দ্রে এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন নানা বিতর্ক সৃষ্টি করলেও, বিধান রায়ের মতো চেষ্টা করেছিলেন দলসর্বস্ব রাজনীতি থেকে রাইটার্সকে দূরে রাখতে। জয়নাল-সাত্তার-বরকত তাঁকে ব্যবহার করেছে নিজেদের স্বার্থে। বাংলার ৫/৭ হাজার যুবক, তাঁর দলেরই সমর্থক, তাদের মিসা করিয়েছেন যুব বিদ্রোহ স্তব্ধ করতে, পারেননি। সুনীতি চট্টরাজসহ অনেকের বিরুদ্ধে ওয়াং চু কমিশন বসিয়ে দলে কোণঠাঁসা ছিলেন কিছুদিন। ভুষি কেলেঙ্কারীর অনেক নায়ক আজ জনতার বিস্মরণের সিঁড়ি বেয়ে আজ মমতার 'মা মাটি মানুষ' এর বিশুদ্ধ নেতা ! কিন্তু সাত্তারের বিরুদ্ধে ময়ূর বা অন্য পাম্পসেট নিয়ে কেলেঙ্কারী বা চাকরীর ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ জেলায় সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির বিরুদ্ধে কোনও তদন্ত দল তাঁকে বলেও করাতে পারেনি। প্রিয়-সুব্রত-কুমুদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দলকে জাহান্নামের পথে এগিয়ে দিয়ে বন্ধু "জ্যোতি"র রাইট্যার্সে আসার পথ মসৃণ করে দিয়ে পালিয়ে ছিলেন সিদ্ধার্থবাবু। প্রাচীণ, প্রবীণ কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতারা যেদিন পশ্চাৎদেশে মোক্ষম লাথিটা খেলেন ইন্দিরাজীর, যেদিন জরুরী অবস্থার কালো মেঘ ভারতের গণতন্ত্রের গৌরবময়ী আকাশকে ঢেকে দিচ্ছে – একমাত্র বুদ্ধিদাতা সিদ্ধার্থবাবু এবং ২/১ জন ছাড়া কেউ জানতেও পারেনি কি হতে চলেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, জরুরী অবস্থা জারীর আগে ইন্দিরাজী যেসব আইনজীবীর পরামর্শ নিয়েছিরেন তাঁদের মধ্যে মুর্শিদাবাদের এক আইনজীবীও ছিলেন – যাঁর নাম কুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত। এটা জেলার লজ্জা নাকি গৌরব ইতিহাস তার বিচার করবে। তবে জরুরী অবস্থায় ভয়ে ভক্তিতে দলম তনির্বিশেষে একটা 'ওয়ার্ক কালচার' শুরু হয়েছিল, ডু ইট নাও কাউকে বলতে হয়নি। ঘুষ আর ফাইলের পাহাড় এক লহমায় সড়ে গেছিল টেবিলগুলো থেকে। গণতান্ত্রিক দেশে, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তথাকথিত বাজারী "গণতন্ত্র" কতটা ছাড়া যাবে, বন্ধ-হরতাল, মানছিনা মানবোনা, ভেঙ্গে দাও গুঁড়িয়ে দাও কতটা চলতে দেওয়া যাবে, উলঙ্গ হয়ে নাচা বা রাজা যারা তাদের উলঙ্গ হয়ে, আদর্শহীন হয়ে, কতটা সময় রাষ্ট্রদ্রোহী চেহারা লুকিয়ে ক্ষীরের (৩য় পাতায়)

বঙ্গ তনয়ার সূর্য জয়

কৃষ্ণানু ভট্টচার্য্য

শিরোনামটা প্রথমে দেখলে একটু অবিশ্বাস হতে পারে। কিন্তু এটাই বাস্তব। মার্কিন মুলুক নয়, গোটা পৃথিবীতেই মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখ্যযোগ্য সংগঠনটির নাম 'নাসা'। ১৯৯৮ থেকে এই নাসা সৌরজগৎ এর সবচেয়ে বৈচিত্র্য মণ্ডিত চরিত্র সূর্যকে নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করে। উদ্দেশ্য ২০১৫ সালে সূর্যকে জানার জন্য একটা মহাকাশযান পাঠানো। আর তার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের পরিবর্তন এবং পৃথিবীর আবহাওয়া জলবায়ুর পরিবর্তনে সূর্য কি কি ভূমিকা পালন করে তা জানা। নাসার 'গভার্ড স্পেশ সেন্টার' এই গবেষণার কাজের প্রধান কেন্দ্র। আর এই গবেষকদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এক বঙ্গতনয়া – যাঁর শিক্ষার অনেকটাই এই দেশে।

বাংলার মেয়ে মধুলিকা গুহঠাকুরতা, জন্ম এই বাংলায়, বাবা সুচন্দ্র গুহঠাকুরতা কবিতা লিখতেন। মেয়ে ছবি আকুক, গান, নাচের অনুষ্ঠানে অংশ নিক এটাই ছিল বাবার ইচ্ছা। বাবার ইচ্ছার সঙ্গে তাল মেলালেও একদিন অঙ্ক আর বিজ্ঞানের টানে মধুলিকা বেছে নিলেন অন্য পথ। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক। আর তারপর স্নাতকোত্তর স্তরেও ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই সাফল্য। প্রথমে পদার্থবিদ্যা ও পরে জ্যোর্তি পদার্থবিদ্যা বা অ্যাস্ট্রোফিজিক্স বিষয়ে। এরপর গবেষণার জন্য যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়ে।

অধ্যাপনার সূত্রপাত বিদেশেই। পড়িয়েছেন ক্যথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে পড়াতে পড়াতেই সূর্য নিয়ে গবেষণার সূত্রপাত। সূর্যের বাইরের যে স্তর তার ম্যাগনেটো হাইড্রোডায়নামিক্স এবং সোলার করোনা নিয়ে তিনি গবেষণা শুরু করেন। সে সময়ে স্পাটার্ণ ২০১ নামে একটি গবেষণাপ্রকল্পের অধীনে মহাকাশে পাঠানো হয় পাঁচটি মহাকাশযান। তাদের কাজ ছিল সূর্যের সাদা রশ্মি ও অতি বেগুনী রশ্মিগুলোর বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা। মধুলিকা ছিলেন এই প্রকল্পের সহযোগী গবেষক।

১৯৯৮ তে নাসা শুরু করে তাদের প্রকল্প লিভিং উইথ স্টার'। এর অধীনে হেলিও ফিজিক্স ডিভিশনে যোগ দেন মধুলিকা। তিনি একাধারে বিজ্ঞানী, যন্ত্র নির্মাতা, প্রকল্পের প্রধান ব্যবস্থাপক, শিক্ষক আবার গণমাধ্যমের সামনে সংস্থার মুখপাত্র। একদিনে সবধরনের কাজও করতে হয়। ১৯৯৮ থেকে ২০১০ ১২ বছরে নাসার সূর্য নিয়ে যাবতীয় গবেষণার প্রধানতম গবেষক মধুলিকা ইতিমধ্যেই তাঁর সহকর্মীদের কাছে পরিচিত হয়েছেন 'লিকা' নামে। ৭০টির বেশী মৌলিক গবেষণাপত্র তিনি লিখেছেন। নাসা সূর্য নিয়ে তথ্য সংগ্রহে ২০১৫ তে একটি মহাকাশযান পাঠাবে। তার আগে পাঠানো হয়েছে আরও দুটি কৃত্রিম উপগ্রহ – নাম স্টিরিও – সোলার টেরেসট্রিয়াল রিলেশনস অবজার ভেটরী। একটি পৃথিবী কক্ষপথেই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। তবে একটু আগে আগে। আরেকটি পরে পরে। মধুলিকার কাজ এগুলির বিষয়ে তত্ত্বাবধান করা। এছাড়া হেলিও ফিজিক্স বিষয়ে তাঁর নিজস্ব গবেষণা ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক (শেষ পাতায়)

মানুদার প্রস্থান (২য় পাতার পর)

বাটি চেটেপুটে খাবে দেশনেতা সেজে, এসব ভাবার সময় চলে যাচ্ছে। একটা সু-কি, একটা নেতাজী, একটা চেগোয়েভারা, একটা বিবেকানন্দ আবার কবে এ হতভাগা দেশের বুকে কাঁপন ধরাতে জন্ম নেবে কে জানে।

আমার সঙ্গে সিদ্ধার্থবাবুর ঝগড়ার কথা অনেকেই জানে। আবার অন্তরঙ্গতাও ছিল তাও অনেকেরই অজানা। সাত্তার সাহেবের লালগোলা কেন্দ্রে ভাগচাঁদ জৈনের বাড়ীতে কর্মী সম্মেলনে আমরা জানতে চেয়েছিলাম সি.পি.এম. রোজ বোমা পিস্তল নিয়ে লড়ছে, আমরা কি নিয়ে লড়বো ? সিদ্ধার্থবাবু তখন কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী, পশ্চিমবাংলা দেখছেন ইন্দিরাজীর হয়ে। জবাব দিলেন চিত্ত, তোমাকে একথা বলে দিতে হবে ? ঢিলের বদলে পাটকেল চালাবে। মায়া বৌদি হেসে বললেন, ওদের বোমাগুলোর মধ্যে যেটা ফাটবেনা সেটা ওদের ফিরিয়ে দাও। দলের কোনও নিয়মনীতি না মেনে সাত্তারের স্নেহধন্য বলে হাবিবুর রহমান নোমিনেশন পেল। উমাপতি মণ্ডলকে দলের পক্ষ থেকে নির্বাচিত করা হয়েছিল। কোলকাতায় প্রিয়-সুব্রত নিজেদের ধান্দা নিয়ে ব্যস্ত। আমরা পারলাম না। ভোটে তাই কাজ না করার সিদ্ধান্ত হলো। বেলডাঙ্গায় লতিফ হাজি আর খোদাবক্স-র বাড়ীতে সিদ্ধার্থবাবু সাত্তার সাহেবের সামনে আমাকে গ্যাস খাইয়ে বললেন, ভোটের পর তোমাকে এক ঘন্টা সময় দেব সমাধান হবে। চাকরীও হবে, কাজে নামো। পুরস্কারস্বরূপ ইন্দিরাজীর প্রোগ্রাম দিচ্ছি। আহ্লাদে গলে প্রস্তাব মেনে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম। অনেকেই ক্ষুব্ধ হলেন। ননিলাক্ষ বড়াল, বিশ্বনাথ দাস (মোক্তার), ফুলতলার মোস্তাকিম যাচ্ছেতাই গালাগালি দিল। শেষে সবাই নেমে হারিবুরকে পাশও করালাম। তারপর সোহরাব-হাবিবুর ফিরেও তাকায়নি। উত্তরণের সিঁড়িটা লাথি মেরে ফেলে দিতে ওদের এক মিনিটও লাগেনি। প্রণববাবুর মতো দুধেল গাই ওদের সেদিনও ছিলো – সাত্তার সাহেব। আমরা বা আমাদের মতো কিছু লম্বকর্ণ রাজনীতিতে চিরকালই গরুর মুখের দিক ভাগে পেলাম। পেছনের বাঁটের দুধ, গোবর-সার সব পেলো এই সাহেবরা। আজো সব দলেই একই খেলা চলছে। হয় তুই বাড়ীতে থাক আমি সিনেমা যাই, না হয় আমি সিনেমা যাই তুই বাড়ীতে থাক। বড়বাগানের মাঠে ভোটের আগে লুৎফল হকের নির্বাচনী জনসভায় আমার অপমানের চূড়ান্ত করালো ওরা সিদ্ধার্থবাবুকে দিয়ে আমাকে উদ্দেশ্যে করে নতমস্তক জেলাশাসক রামজীকে বলে গেল, প্রতিদিনের রিপোর্ট দেবে এই স্কাউন্ড্রেলটা কি করছে ? হরিসভার সরুদা "বাস্টার্ড" গালটার বাংলা মানে করে দেবার পর আর সোনা জেঠার (মোক্তার) তিরস্কারের পর সিদ্ধান্ত নিলাম একটা ভোটও কংগ্রেসে নয়। হিন্দু-মুসলমান যত আমাদের সঙ্গে ছিলো ঢেলে সম্বল সান্যালকে ভোট দিলো। জ্ঞানী ও বয়োঃবৃদ্ধ মানুষটা পাশও করে গেল। সম্বলবাবু একটা সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে বলেছিলেন, প্রয়োজন হলেই এসো সাহায্য করার চেষ্টা করবো। ওটা আর খুঁজে পাইনি। জঙ্গিপুরে ইন্দিরাজী এলেন – কংগ্রেসের পতনও শুরু হলো। গাইঘাটায় চণ্ডী মিত্র এক লম্পট এম.এল.এ. কে নাকি দলের স্বার্থেই খুন করা হয়েছিল। কুমুদদারা চেলেদের প্রকাশ্যে আশ্রয় দিলেন। বীরভূম থেকে অনেক যুবক এখানে লুকিয়ে থেকেছে সাঁইবাড়ী হবার পরে। মারকুটে সি.পি.এম. ছাড়াও ভয়াবহ ছিলো আজকের মাওবাদীর মতো সে দিনের নকশালরা। তাদের সঙ্গে লড়াই আমাদেরই করতে হয়েছে। বিনিময়ে অপমান, লাথি, নোংরা সাম্প্রদায়িকতার বিষে জ্বলেছি একটা দশক। রামও মারে রাবণও মারে। কোথাও বিচার পাইনি। সিদ্ধার্থবাবুও কথা রাখেনি। রাজনীতিতে কিছু 'শো-কেস-বয়' থাকে। তাদের ঘাম রক্ত দিতে হয় না। মাঠে মাঠে হোঁচট খেয়ে, পুলিশের মার খেয়ে, হাজত খেটে বাড়ী ছাড়া হতে হয় না। সাজানো মঞ্চে ফিনফিনে পাঞ্জাবী পরে ভাষণ দেয় – মন্ত্রী হয়। সিদ্ধার্থবাবু কংগ্রেস-কালচারহীন, আমলাতন্ত্রের তল্পিবাহক এক অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। যিনি দলে ব্যক্তিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, পুলিশ নির্ভরতা, অত্যাচার-ব্যাভিচার ঢুকিয়ে যে নরমেধ যজ্ঞটা শুরু করেছিলেন তা শেষ হতে চলেছে প্রণববাবুর হাত ধরে। এদের না সরালে কংগ্রেস কোনদিনও সূর্য ওঠা দেখবে না। সোনিয়া-মমতার মতো হঠাৎ গজিয়ে ওঠা গোঁফহীন কেউ কেউ জেঠামীর চূড়ান্ত করবে আর বৃদ্ধরা তা নীরবে হজম করবে ক্ষমতার অলিন্দে থাকার মোহে। আর বড়ই হতাশার যেটা তা হলো টেনশন ভোগ করবে দলের সত্যিকারের কর্মী অধীর চৌধুরী থেকে বিকাশ নন্দরা। আর বংশপরাক্রমে পেনশন পাবে কিছু উজির নাজির যারা সব দলের রক্তচোষা।

TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited for supply of dietary, misc. and office stationary articles to Jangipur Sub-Correctional Home for the period from 1-1-2011 to 30-6-2011. The last date for submission of such tender is fixed on 30/11/2010 upto 12 Noon and the same will be opened on the same day at 12.30 P.M. in the Office Chamber of S.D.O., Jangipur in presence of the Tender Committee and the tenderers. The intending tenderers have to deposit a sum of Rs.20,000/- Rupees (Twenty thousand) only in TR Challan or in NSC duly pleaged in favour of the Superintendent, Jangipur Sub-Correctional Home. Bank Draft / Cheque will not be accepted. The tenderers also have to furnish the following five documents. (1) Photo-copy of Pan-Card (2) P.Tax Clearance Certificate of 2010-2011 (3) Trade Licence and Food Licence of 2010 – 2011 (4) Bank Solvancy Certificate (5) Certificate of Credential Amounting to Rs.3(Three) Lakhs of Last three years. The intending tenderers have to submit the E.M. (pledged) and aforesaid five documents before the Tender-Committee on 30/11/2010 at 11 A.M. for verification before dropping of sealed-tender in Tender-Box.

The details of Tender will be available from the office of the undersigned on any working-day on submission of application in letter-head pad of the intending tenderer.

SD/-
Superintendent
Jangipur Sub-Correctional Home

M.No.-292/4N Dt.9/11/10
M.No.1214/Th.Msd. Dt.12/11/10

পথ দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ ব্লকের বাসুদেবপুরের মদনমোহন মন্ডলের পুত্র লালবাহাদুর (৩২) গত ২ নভেম্বর ঐ ব্লকের চকশাপুরের কাছে এক পথ দুর্ঘটনায় মারা যান। খবর, ঐ দিন তিনি মোটর সাইকেলে বাড়ী থেকে ধুলিয়ান যাচ্ছিলেন। চকশাপুরের কাছে বিপরীত দিক থেকে আসা একটা মালবাহী লরির সঙ্গে মোটর সাইকেলটির সরাসরি সংঘর্ষ হয়। গুরুতর আহত লালবাহাদুর ঘটনাস্থলে মারা যান। উল্লেখ্য, মদনমোহনবাবু বর্তমানে পুরুলিয়ার ফুড এণ্ড সাপ্লায়ের কনট্রোলার।

ফটিক ডাক্তারের স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির মোরগ্রামের প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ডাঃ সুনীলকুমার চক্রবর্তীর ৭৫তম জন্মদিনে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করতে সেখানে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ছাড়া এলাকার কয়েকটি বিদ্যালয়ের মাধ্যমিকে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। স্মরণসভায় বিভিন্ন বক্তা ফটিক ডাক্তারের সেবামূলক দিকগুলো তুলে ধরেন এবং স্মৃতি রক্ষা কমিটি গঠনে প্রয়াত ডাক্তারের পুত্র ডাঃ সন্দীপকে উদ্যোগ নিতে বলেন বলে খবর।

রাজনৈতিক ছত্রছায়ার মাটি মাফিয়ারা

(১ম পাতার পর)

এরপর দেখা গেল মামলা চূড়ান্ত পর্যায়ে না গেলেও এন.এইচ. রোডসের পিচের খালি ড্রাম মজুত রাখা ঘেরা জায়গা ভেঙে ফাঁকা করে দিয়ে হোটেল কর্তৃপক্ষ ওখানে বাগান, নয়নজলি কেটে জলাশয় এবং পরবর্তীতে চিপস রেখে দিয়ে সম্পূর্ণ এলাকা নিজেরা দখল করে নিলেন। পরবর্তীতে সরকারী পক্ষের আইনজীবী প্রশান্ত সিনহা সরকারী জায়গা অন্ততঃ ৩০ বছর ভোগ-দখল না করলে কোন সর্ত টেকে না এবং বাদীপক্ষের দলিলেও পূর্বদিকে নয়নজলি উল্লেখ আছে জানিয়ে ২৪/৭/২০০৮ টাইটেল আপীল এ্যাক্টের (৭/২০০৮) মামলা দাখিল করেন। এর প্রেক্ষিতে বিচারক বাদীপক্ষের আবেদন ভ্যাকেট করে দেন। এরপর ঐ মামলার কোন তদবির বাদীপক্ষ না করায় গত ১৪/৭/২০১০ মামলাটি একতরফা খারিজ হয়ে যায়। এর পরেও হোটেল মালিকরা সরকারী জায়গা দখল করে ওখানে ব্যবসা চালাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে উমরপুর এলাকার কিছু অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর অভিমত – এন.এইচ. রোডস্‌কে পয়সা খাইয়ে এরা এই ধরনের অবৈধ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটনে পূর্ত মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

বঙ্গ তনয়ার সূর্য জয়

(২য় পাতার পর)

মহলে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। তাই মহাকাশের আবহাওয়া নিয়ে 'ইনটারন্যাশানাল লিভিং উইথ এ স্টার' নামের গবেষণা প্রকল্পের তিনি স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য, কমিটি অন স্পেস ওয়েদার এর যুগ্ম প্রধান। সোলার প্রোব ও সোলার সেন্ট্রিনেল নামের দুটি প্রকল্পের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ।

একসময় গোটা দুনিয়াতে বাঙ্গালী বিজ্ঞানীরা নিজেদের প্রতিভার আলোকে জগৎকে আলোকিত করতেন। বর্তমানে একক বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের স্থানে যৌথ কিংবা সংগঠিত প্রকল্পের গুরুত্ব অনেক বেশী। সেখানে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সাফল্য কিন্তু নিতান্ত অবজ্ঞার নয়। কয়েক মাস আগে 'সার্ন' পরিচালিত 'বিগ ব্যাং' বা ব্রোহ্মাণ্ড গঠনের রহস্য উন্মোচনে নিয়োজিত 'লার্জ হ্যাড্রন কলাইডর' গবেষণার প্রধান চেন্নাই আই আই টিতে সমাবর্তন ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে এই প্রকল্পের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু গবেষক কাজ করছেন। সেখানে কলকাতার ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের ড্যারিয়োবল এনার্জী সাইক্রোটন সেন্টারের গবেষকদের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালীর বিশ্বজয়ে এই বার্তা বাজারী গণমাধ্যম কতটা প্রকাশ করে তা সকলেরই জানা। অন্ধকার দেখাতে ব্যস্ত সওদাগরদের চোখে আলোর উদ্ভাসিত রূপ অধরাই থেকে যাবে। তবুও মধুলিকা গুহঠাকুরতাদের বিশ্বজয় আমাদের উৎসাহিত করুক।

আমাদের প্রচুর ষ্টক –
বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।
নিউ কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

সিপিএমের ভোট প্রক্রিয়া শুরু

(১ম পাতার পর)

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ও রাজ্যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়তে গ্রামের প্রত্যেকটা বাড়ীতে ঘোরার কর্মসূচী নেয়া হয়। এছাড়া ২৪ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর প্রতি ব্লকে গণ আন্দোলনের কর্মসূচী নেয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

নন গেজেটেড পুলিশ কর্মীদের

(১ম পাতার পর)

আনন্দ রায় মেডিকেল টিমের পরিচালক অর্ঘ্য চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। মহকুমা সংগঠক সুসীম মিশ্র জানান, ৭৫ জন পুলিশ কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক রক্ত দান করেন। মানুষের স্বার্থে পুলিশ কাজ করে। রক্তদানের মধ্য দিয়ে সমাজের সঙ্গে পুলিশের সৎ সম্পর্ক বা মেলবন্ধন তৈরী হবে।

বিড়ি শ্রমিক ও টোব্যাকো শ্রমিক

(১ম পাতার পর)

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত নীতির ফলে দেশ কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে বলেন, মমতা সোনার হরিণ – কিছু মানুষ তার পিছনে ছুটছে। যারা ছুটছে তাদের বুঝিয়ে নিয়ে আসতে হবে বামফ্রন্টের ছত্রছায়ায়। এছাড়া নরেনবাবু বিড়ি শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরীতে সরকার এবং বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের সার্বিক ভূমিকা নেই বলেও মন্তব্য করেন। ইউসুফ হোসেন বলেন, নেতাজীর আদর্শকে সামনে রেখে আমরা এগিয়ে যাব। শ্রমিক স্বার্থ যেন এতটুকু ক্ষুন্ন না হয় তার জন্যই ফঃ ব্লক আন্দোলন করছে। উল্লেখ্য, সম্মেলনে নেতাজী ও শহীদ নলিনী বাগচীর মর্মর মূর্তি পাশাপাশি থাকলেও শুধুমাত্র নেতাজীর মূর্তিতেই মাল্যদান করায় ধুলিয়ানের মানুষ ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত।

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা
❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী
শ্রীরাজেন মিশ্র
স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।